কুষ্টিয়ায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আহাম্মদপুর ও বেলগাছী গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একশ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা সবুজ হোসেন বলেন, পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুটি ইউনিটের চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে জানানো হবে। তিনটি ঘর ও প্রায় ১০০ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। আগুনের সূত্রপাতের বিষয়টি এখনো জানা যায়নি।

গতকাল দুপুরে এই এলাকার বেলগাছী গ্রামের পানের বরজসহ বসতবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আটটি পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত ইউএনও হারুন অর রশীদ।

জীবননগরে ভ্যারাইটি স্টোর মালিককে ৩০হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগর ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেছে।

আজ সোমবার দুপুরে জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর পৌর শহরের পান বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে সোহানা ভ্যারাইটি স্টোর থেকে নকল সিভিট বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ তেতুলের আচার, রঙ মিশ্রিত চকলেট বিক্রয় করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এ দোকানের মালিক মোঃ রিপন হোসেনকে ৩০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং জব্দকৃত পণ্য আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সহযোগিতা করেন জীবননগর হাসপাতালের ইন্সেফেক্টর মোঃ আনিসুর রহমান।

দর্শনা কেরুতে পন্য উৎপাদনে রেকর্ড মুনাফা অর্জন

দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমান্ঝলের একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানী শুধুমাত্র আখ থেকে চিনি, চিটাগুড়, বায়োফার্টিলাইজার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও উন্নত মানের দেশী – বিদেশী স্প্রিরিট লিকার উৎপাদন এবং বাজারজাত করে ২০২২/২৩ অর্থ বছরে ১”শ”কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন কতৃপক্ষ ।

তবে হাইব্রিড জাতের আখ উদ্ভাবন ও উৎপাদন ও আখচাষ বাড়ানো গেলে কেরু কোম্পানীতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন হবে বলে এলাকার

আখচাষীরা জানালেন। ৯ মার্চ রবিবার চিনিকল সুত্রে জানা গেছে ৩ হাজার ৫শ ৭২ একর নিজস্ব জমি নিয়ে ১৯৩৮ সালে দর্শনায় কেরু এন্ড কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি কমপ্লেক্স স্হাপিত হয়।

কেরুর নিজস্ব ২ হাজার ৪শ৫০ একর ও এলাকার আখচাষীদের আড়াই হাজার একর জমিতে আখচাষ শুরু করা হয়। কেরুর রসায়নবিদ আঃ হালিম জানান আখ থেকে চিনি বের করে নেয়ার পর, মোলাসেচ বা চিটাগুড়, ব্যাগাজ বা ছোবড়া ও প্রেসমাড বা গাদ নামে আরো ৩টি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।উপজাত দ্রব্য গুলো প্রক্রিয়া করে কান্ট্রি স্প্রিরিট লিকার,রেক্টিফাইট স্প্রিরিট, এক্সটা নিউট্রা এলকোহল, ডিনেচার্ড স্প্রিরিট, এবসুলিট এলকোহল তৈরি হয়।যা থেকে দেশী স্প্রিরিট ও ৯টি ব্রান্ডের বিদেশী ফরেন লিকার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, প্রেসমাড ও গাদের সাথে স্পেন্টওয়াস বা বর্জপানি দিয়ে বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদন করা হয়। পরে বস্তাভর্তি বায়োসার ৫০ এম এল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ১৮০, ৩৭৫ ও ৭৫০ এম এল বোতলে লিকার স্প্রিরিট উৎপাদন করেন।ঐ বছরে ৩৯ লাখ ২০ হাজার বোতল ফরেন লিকার ও ২৬ লাখ লিটার কান্ট্রি স্প্রিরিট লিকার উৎপাদন করা হয়।

কেরুর উৎপাদিত পন্য বিক্রি করতে নিজস্ব ১৩টি ওয়্যার হাউজ ও ৩টি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চলতি বছরে কুয়াকাটা ও কক্সবাজারে দুটি নতুন বিক্রয় কেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে, এবং রামু ও রাজশাহীতে দুটি বিক্রয় কেন্দ্র স্হাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে কেরুর জি এম (প্রশাসন) জানিয়েছেন। ২০২২/২৩ অর্থ বছরে সব কেন্দ্রে কেরুর উৎপাদিত পন্য চিনি, বায়োফার্টিলাইজার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার কান্ট্রি স্প্রিরিট লিকার ও ফরেন লিকার স্প্রিরিট বাজারজাত ও বিক্রয় মুল্য দাঁড়িয়েছে ৩শ” ৬৭ কোটি টাকা।

কেরু চিনিকল আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হাননান ও সাধারন সম্পাদক আঃ বারি জানান অল্প সময়ে হাইব্রিড জাতের আখ উৎপাদন ও আখচাষ বৃদ্ধি করতে পারলে কেরুর বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে পারে। পাশাপাশি চিনি ও আখের মুল্য বাড়াতে হবে, এবং আখের সাথে সাথী ফসল করা বাধ্যতা মুলক করতে হবে বলে জানান। কেরু চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন কেরু প্রতিস্ঠার পর এই প্রথম সর্বচ্চ উৎপাদিত পন্য ৩শ ৬৭ কোটি টাকা বিক্রয় হয়েছে, যা সরকারি কোষাগারে রাজস্ব দিয়ে, ৯টি কৃষি খামার ও চিনির লোকসান সমন্বয় করে ১শ” কোটি টাকা প্রফিট সম্ভব হতে পারে। আগের বছর ২০২১ সালে নিট প্রফিট ছিল ৫০ কোটি ৭০ লাখ ও

মহামারি করনার মধ্যে ২০২০ সালে নিট প্রফিট ছিল ২১কোটি টাকা।

তিনি জানান গত সপ্তাহে উন্নত পদ্ধতিতে আখচাষ করে ফলন বাড়াতে এবং আখের সাথে সাথী ফসল করতে নাটোর, ফরিদপুর, মোবারকগন্জ ও কেরু চিনিকলের কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনদিনের এক কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। সরকারের যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন পরিচালক (অর্থ) মোঃ খন্দকার আজিম আহম্মদ এনডিসি, যুগ্ম সচিব, করপোরেশন পরিচালক (ইক্ষু ও গবেষনা) পুলক কান্তি বড়ুয়া প্রধান অতিথি থেকে বক্তব্যে রাখেন।

তিনি বলেন চলতি বছরে মিলের ৫শ ৯৩ একর অলস জমি ৬ মাসের জন্য স্হানীয়দের মধ্যে লিজ দিয়ে ৯০ লাখ ৯০ হাজার এবং ৩শ৫০ একর মুড়ি আখের জমি লিজ দিয়ে ৮১ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে।

চুয়াডাঙা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলি আজগার টগর বলেন কেরু চিনিকলটি এ অন্চলের একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি,যার মুল কাচমাল আখ,, সেই আখচাষ বাড়াতে নানামুখি কর্মসুচি নেওয়া হয়েছে,সাথে সাথে মিলটি আধুনিকায়ন করতে বি এম আর ও অটোমেশন এর কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

কোটচাঁদপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কোটচাঁদপুর শহরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী মাজিস্ট্রেট উছেন মে। রবিবার দুপুরে এ অভিযান করেন তিনি। এ সময় দুই দোকানিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাজার মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পৌর শহরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযান পরিচালনা করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্টেট উছেন মে।

এ সময় অপরিছন্নতার অভিযোগে দুই দোকানিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরমধ্যে কোটচাঁদপুর মমতা হোটেল কে ৩ হাজার,আর সাতক্ষীরা হোটেলকে ৫ হাজার টাকা।

ওই সময় তিনি আরো কিছু দোকানে সচেতনতা মূলক অভিযান পরিচালনা করেন। দোকানিদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনও করেন তিনি।

জীবননগরে নিখোঁজের চার দিন পর ব্যবসায়ী আবু সাঈদের লাশ উদ্ধার

জীবননগরে নিখোঁজের চার দিন পর আবু সাইদ (২৭) নামে এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে জীবননগর পৌর সভার ৮নং ওয়াডের বসুতিপাড়ায় কোরিয়ান প্রবাসী কবিরের নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের বেসমেন্টে লাশটি দেখে স্থানীয় জনগণ জীবননগর থানা পুলিশ খবর দেয়।

নিহত আবু সাইদ জীবননগর হাইস্কুলপাড়ার আব্দুল রইচের ছোট ছেলে। নিহত আবু সাঈদ জীবননগর পৌর শহরের ইয়ান সু-স্টোরের মালিক।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে প্রবাসী কবিরের নির্মাণাধীন সাততলা ভবনের লিফটের বেসমেন্ট থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। পরে তারা সেখানে একটি লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুপুর ১টা ৩০মিনিটের দিকে লিফটের একটি অংশ ভেঙ্গে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যান।

আবু সাঈদের বড় ভাই আবু হাসান বলেন, ‘আবু সাঈদ ২ এপ্রিল ভোরে মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। আমরা তাকে অনেক খোজাখুজি করেছি কিন্তু তার কোন সন্ধান পায়নি, এর একদিন পর আমার ভাইয়ের মোবাইল ফোন থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি আমার কাছে ফোন করে আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে সে তার

পরিচয় গোপন করে ফোনটি বন্ধ করে রাখে। পরে একটা ইন্টারনেট নম্বর থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে বলেন, ১৫ হাজার টাকা দিলে আমার ভাইয়ের খোঁজ দেবেন। টাকা না দিলে তার খোঁজ পাওয়া যাবে না বলে আমাকে হুমকি প্রদান করে।

এ ঘটনার পর আমরা জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করেছিলাম। আজ সকালে যখন শুনতে পারি বসুতি পাড়ার একটি বাড়ি থেকে অঙ্গাত একটি লাশ উদ্ধার হয়েছে। আমি সেখানে যেয়ে আমার ভায়ের পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি দেখে চিনতে পারি যে এটা আমার ভায়ের লাশ । নিহত সাঈদের বাবা রইচ উদ্দিন লাশ দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং যারা তার ছেলেকে হত্যা করেছে তাদের ফাসির দাবি করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জীবননগর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মো. নাসির উদ্দীন মৃধা বলেন, ‘লাশ উদ্ধারের পর পরিবারের সদস্যরা লাশটি শনাক্ত করেছেন।’ চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান বলেন, উদ্ধারকৃত লাশটি পানির মধ্যে থাকায় ‘লাশ পচে গেছে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মগে পাঠানো হয়েছে । এ বিষয় নিয়ে পুলিশ মাঠে কাজ করছে আসল ঘটনা উদঘাটনের জন্য চেষ্ঠা করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পিবিআই, সিআইডি, র্যাব ও ডিবির সদস্যরা।

বাজুসের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেলেন চুয়াডাঙ্গার রিপনুল হাসান

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সহ সভাপতির দায়িত্ব পেলেন চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান মোঃ রিপনুল হাসান। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীনের প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাকে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের আগামী দুই বছরের জন্য মোঃরিপনুল হাসান কে সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ সময় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করার জন্য তাকে আহ্বান জানানো হয়।

এর আগে মোঃ রিপনুল হাসান বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন।

মোঃ রিপনুল হাসান বলেন,প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে বাজুস।বাংলাদেশের সব ব্যবসায়ী মিলেমিশে ব্যবসা করুক এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখুক। অসাধু ব্যবসায়ীদের কেউ যাতে আর স্বর্ণ চোরাকারবারি না বলতে পারে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করার জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি দোয়া কামনা করেন।

কোটচাঁদপুর মিনিস্টার শো- রুমের উদ্ভোধন

উৎসব মুখর পরিবেশে জাকজোমক ভাবে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে কোটচাঁদপুরের মিনিস্টার শো-রুম। মঙ্গলবার বিকেলে কোটচাঁদপুরের দুধসরা মোল্লা মার্কেটের এ শো-রুমটি উদ্ভোধন করা হয়।

উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপ কমিটি ও মিনিস্টার -মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এম,এ রাজ্জাক খান (রাজ)।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ফিতে কেটে শো-রুমের উদ্ভোধন করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা নেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মিনিস্টার গ্রুপে ডিরেক্টর রফিকুল ইসলাম লিটন, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল (সিডল), প্রাক্তন শিক্ষক ও সমাজ সেবক আব্দুল মালেক মাস্টার।

অতিথিবৃন্দরা বলেন, মিনিস্টার আমাদের দেশীয় পণ্য। এবং গুনগত মানের দিক থেকেও রয়েছে দেশ ও দেশের বাইরে সু-নাম।

কোম্পানির চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক খান রাজ বলেন, মিনিস্টার শো-রুম সারা বাংলাদেশ রয়েছে। কোটচাঁদপুরে একটি ব্যতিক্রম শো- রুমের উদ্ভোধন করা হল। এটা কোম্পানির শো-রুম না,এটা আপনাদের শো-রুম। এ কথা মনে করে আপনারা সবাই মিনিস্টার পণ্য কিনবেন বলে আশা করছি।

চুয়াডাঙ্গায় রমজান মাস এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাজারে প্রশাসনের যৌথ মনিটরিং

চুয়াডাঙ্গা জেলায় পবিত্র মাহে রমজান এবং আসন্ন ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শপিংমল পরিদর্শন এবং বাজারদর প্রশাসনের পক্ষ থেকে যৌথ মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার বড়বাজার সংলগ্ন নিচের কাঁচামালের দোকান, মুরগির দোকান, মাংসের দোকান, মাছের বাজার, মুদি দোকান, পুরাতন গলি কাপড়ের দোকান, নিউমার্কেট ও আব্দুল্লাহ সিটি শপিংমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তদারকি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এসময় বড় বাজার সংলগ্ন মুদিদোকানে মূল্য তালিকা না থাকার অপরাধে, মাছের বাজারে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে মাছ বিক্রির অপরাধে, চুয়াডাঙ্গা নিউমার্কেট ও আব্দুল্লাহ সিটি শপিংমলে ধার্য মূল্যের অধিক দামে কাপড় বিক্রির অপরাধে বেশ কয়েকজন দোকানদারকে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি, জনসাধারণের চলাচলের জন্য ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, এসময় তিনি বলেন আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-

ফিতর এবং চলমান মাহে রমজানে ব্যবসায়ীরা নকল ও ভেজাল পণ্য এবং কোন পণ্যের উপরে দাম অতিরিক্ত নিচ্ছে কিনা সেইজন্য বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। এসময় তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান করে বলেন পবিত্র মাহে রমজান ও আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সকল পণ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে হবে পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য বড়বাজার এবং নিউমার্কেট এলাকার বাজার এর সকল ব্যবসায়ীদের আহব্বান জানান এ সময় তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং রমজান মাসে কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের অনুরোধ জানান ।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে মাছ, মাংস (মুরগী, গরু, খাসি) ভোজ্য তেল, চিনি, খেজুর, চাউল, সকল প্রকার সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার( প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ও জেলা মার্কেটিং অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরের যাদবপুরে পুকুর কেটে মাটি বিক্রির অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুরে কৃষি জমির পাশে গভীর করে পুকুর কেটে মাটি বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে গোলাম কিবরিয়া নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আশেপাশের কৃষি জমির মালিকরা এ নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে পুকুর কাটার অনুমতি চেয়ে উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন গোলাম কিবরিয়া। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখনো কোন অনুমোদন দেননি।

গতকাল সরেজমিনে যাদবপুর গ্রামে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, চারবিঘা সমপরিমানের পাশাপাশি তিনটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুই পাশের দুটি পুকুর গোলাম কিবরিয়ার । মাটি বিক্রির উদ্দেশ্যে দুটি পুকুরই প্রায় ২৫ ফুট গভীর করে খনন করা হয়েছে। ফলে আশেপাশের আবাদি জমির পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিুক আশেপাশের কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন, অনেক গভীর করে পুকুর খননের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কিবরিয়াকে কিছু বলতে গেলে হুমকি-ধামকি দেয়।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘পুকুর কাটা খবর পেয়ে এর আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং ইউএনও স্যারের কাছে পুকুর কাটার অনুমতি নিতে বলেছিলাম। দীর্ঘদিন মাটি কাটা বন্ধও ছিলো। গতকাল থেকে আবার মাটি কাটার খবর পেয়ে আবার গিয়ে কাজ মাটি কাটা বন্ধ করতে বলেছি।’

তবে কিবরিয়ার কর্মচারী আহসান জানান, তহশিলদার সাইদুল ইসলাম এসে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কেটে শেষ করে ফেলতে বলেছেন। তিনি বন্ধ করতে বললে কি আমাদের ক্ষমতা আছে মাটি কাটার। তাছাড়া, এই পুকুরে পানি থাকে না বলে গভীর করে খোড়া হচ্ছে যাতে মাছ চাষ করা যায়।

অভিযুক্ত গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘১৯৭৯-৮০ সালে এই পুকুর কাটা। পুকুরটি সংস্কারের জন্য নতুন করে কাটা হচ্ছে। প্রথম পুকুরের মাটি দিয়ে আমার বাড়ি একটি গর্ত ভরাট করেছি, শোয়েবের ইটভাটায় বিক্রি করেছি। কিন্তু এই পুকুরটি কাটতে গিয়ে শুধু বাঁধা পড়ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। আপনারা (সাংবাদিকরা) এ নিয়ে ঝামেলা কইরেন না। আপনারাও আমার হয়ে যান।’

গোলাম কিবরিয়া দম্ভোক্তি করে বলেন, ‘আপনাদের কে পাঠিয়েছে তার নামটা বলেন। তাকে দেখে নিচ্ছি বলে হুমকিও দেন।’
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার (এসি ল্যাণ্ড) মো. আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, ‘গোলাম কিবরিয়া নামের কারো পুকুর কাটার অনুমোদন আছে বলে জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূমি কর্মকর্তার সাথে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]